রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, সেপ্টেম্বর ২, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৮ ভাদ্র ১৪২৬/০২ সেপ্টেম্বর ২০১৯

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৯.২৫৪—বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ, মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকারের উপদেষ্টা, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, ন্যাপ (মোজাফফর)-এর সভাপতি অধ্যাপক জনাব মোজাফফর আহমদ গত ২৩ আগস্ট ২০১৯ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৭ বছর।

২। জনাব মোজাফফর আহমদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ১১ ভাদ্র ১৪২৬/২৬ আগস্ট ২০১৯ তারিখের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা : ১১ ভাদ্র ১৪২৬ / ২৬ আগস্ট ২০১৯

বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ, মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকারের উপদেষ্টা, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, ন্যাপ (মোজাফফর)-এর সভাপতি অধ্যাপক জনাব মোজাফফর আহমদ গত ২৩ আগস্ট ২০১৯ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৭ বছর।

অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ১৯২২ সালে কুমিল্লা জেলার দেবীদ্বারে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষাজীবনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন সরকারি কলেজে শিক্ষকতা করেন। এছাড়া তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগেও অধ্যাপনা করেন।

বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের অধিকারী জনাব মোজাফফর আহমদ সাম্যবাদী দর্শনে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯৩৭ সালে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন। তিনি ঢাকা কলেজের শিক্ষক হিসাবে কর্মরত অবস্থায় বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ১৯৫৪ সালে তিনি চাকরি ছেড়ে পরিপূর্ণভাবে রাজনীতিতে সংযুক্ত হন। তিনি ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে মুসলিম লীগের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীকে পরাজিত করে নির্বাচিত হন।

১৯৫৮ সালে সামরিক শাসক আইয়ুব সরকার জনাব মোজাফফর আহমদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ও হুলিয়া জারি করে। তাঁকে ধরিয়ে দিতে পুরস্কারের ঘোষণাও দেওয়া হয়। এ সময় তিনি আত্মগোপন করে আইয়ুব শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করেন। আট বছর আত্মগোপনে থাকার পর ১৯৬৬ সালে তিনি আবার প্রকাশ্য রাজনীতিতে ফিরে আসেন।

১৯৫৭ সালে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠিত হলে জনাব মোজাফফর আহমদ এর কেন্দ্রীয় নেতা হন। পরে ১৯৬৭ সালে ন্যাপ দুই ধারায় বিভক্ত হলে তিনি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ন্যাপ (ওয়ালী) অংশের সভাপতি হন, যা পরবর্তীকালে ন্যাপ (মোজাফফর) হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।

জনাব মোজাফফর আহমদ স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা-আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি মুজিবনগর সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন। এ-সময় তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।

রাজনৈতিক জীবনে জনাব মোজাফফর আহমদ সুদীর্ঘকাল সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দলীয় রাজনীতিতে শীর্ষপর্যায়ে অধিষ্ঠিত থেকে নেতৃত্ব প্রদান করে গেছেন।

উপমহাদেশের বাম রাজনীতির অন্যতম পুরোধা অধ্যাপক জনাব মোজাফফর আহমদ ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন সহজ সরল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত, সদালাপী, মুক্তচিন্তায় বিশ্বাসী, পরমতসহিষ্ণু ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী। জনহিতকর কাজের প্রতি ছিল তাঁর সহজাত আকর্ষণ ও গভীর অনুরাগ।

অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের মৃত্যুতে জাতি মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ ও সমাজকর্মীকে হারাল। দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে সৃষ্টি হল এক অপূরণীয় শূন্যতা।

মন্ত্রিসভা বর্ষীয়ান এ রাজনীতিবিদের অবদান গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে এবং তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছে। মন্ত্রিসভা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd